Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 606 – 616
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সাইবার ফেমিনিজম্ : প্রযুক্তির বিশ্বে নারীর ভূমিকা একটি পর্যালোচনা

হেমনাথ পাত্র
গবেষক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : hpatra@scholar.buruniv.ac.in

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Feminism, Patriarchy, Sexism, Pornography, Cyber, Cyberspace, Cyborg, Rape Culture.

Abstract

This article intends to explain women's roles in technology, specifically focusing on their challenges in cyberspace, particularly in internet technology. The term 'cyber' focuses on controlling every social vis-à-vis technological issues. Cyberspace is a broad field that encompasses numerous technological and social issues. Technological issues are not a single issue. It is fraught with all sorts of everyday problems, such as innovation, policy guidance, freedom of speech, intellectual property rights, etc. Despite these technological issues, we discuss here only one issue: how to empower women in the technological domain, in terms of feminist perspectives, nowadays, what we call cyberfeminism.

Cyberfeminism is an ideology that corporates with feminist psychology. It indicates women's challenges in utilising technology. Also, this ideology aims to encourage women's participation in various fields of technology. Moreover, Many people think that cyberfeminism and network feminism are both equal. But it is not true; cyberfeminism is a broad field that discusses technological means, whereas network feminism is a sub-field of cyberfeminism. Network feminism tackles those women's centric issues, which happens on social media platforms. However, the lack of awareness of digital media also a part of cyberfeminism. Sometimes, this unawareness leads to various unethical activities, like social media trolling, sexual harassment, gender discrimination, etc. These regard cyberfeminists started discussion through their activist approach.

Here, I believe that most feminist papers are concerned with developing a theoretical or activist standard. But, here, I am trying to put an open message to eradicate gender inequality in society as well as cyberspace, which helps to encourage women to study technology. And I firmly believe that men and women are both members of technological society and suppletive of each other.

However, this article is not confined to the theoretical framework. In fact, it is about destroying patriarchal thinking by indicating social life problems. Also, in this paper, we discuss some concepts like sexism, inequality, pornography, cyborg, etc., which are related to

cyberfeminism. Lastly, we will make an effort to address all of these concerns in a satisfactory manner. But Those discussions are possible if and onlyif after a clear concept of feminism.

Discussion

ভূমিকা : সাম্প্রতিককালে ফেমিনিজম্ এক উল্লেখযোগ্য বিতর্কিত বিষয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিতর্কিত কারণ প্রশ্ন উঠেছে নারীর অধিকার ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে, একই সাথে বিতর্ক উঠেছে নারী ও পুরুষের সমতা প্রসঙ্গে। এই ফেমিনিজম্ ভাবনা ও চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে দার্শনিক ও সামাজিক মহল। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, হিংসা, বিদ্বেষ, শক্তি প্রদর্শন ও অহংকারের বশে মানুষ শুধু নিজের ক্ষতিসাধন করেনি বরং সমগ্র মানব জাতিকে ভয়াবহ বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই হিংসা, বিদ্বেষ, শক্তি প্রদর্শন সব কিছুই এখন লক্ষ্য করা যায় ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে। এর মূলে আছে পুরুষতন্ত্র (Patriarchy) মূলক ভাবনা। এই পুরুষতন্ত্র একটি সামাজিক রীতি যেখানে একদল শাসক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর মানুষদের মর্যাদা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা, ও মূল্যবোধের পরোয়া করে না। এ অনেকটা একনায়ক তন্ত্রের মতো! এই পুরুষতন্ত্র মূলক ভাবনা নারীদের অস্তিত্বের মুখে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। তাদের মতে, নারী মাত্রই সমাজে বসবাসকারী স্বেচ্ছাচারী অহং প্রেমী ব্যক্তিগণের সেবক। মানুষের সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিশীল প্রাণী', অর্থাৎ সে নিজে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বিচার করতে পারে, তাই নারী ও পুরুষ উভয়ই বিচার করতে পেরেছে পুরুষতন্ত্র মূলক রীতি থেকে মুক্ত হতে হবে। এই উন্মুক্তচিন্তা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে নারী ও পুরুষকে মানুষের ভেদাভেদ থেকে আলাদা করে।

এই ফেমিনিজম্ চিন্তাধারা বিভিন্ন ওয়েভস-এর দ্বারা পরিমার্জিত হয়েছে।[১] যেখানে মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট, সিমোন ডি বেউভোয়ার, জুডিথ বাটলার, এলিস ওয়াকার, জন স্টুয়ার্ট মিল, বন্দনা শিব, ডোনা জে. হারাওয়ে প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌রা ফেমিনিজম্ মতবাদের পরিপূর্ণ রুপদানের প্রচেষ্টা করেছেন। ফেমিনিজমের চতুর্থ ওয়েভ অর্থাৎ একবিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে **ই**ন্টারনেট, সাইবারস্পেস, বৈশ্বিক সংস্কৃতি এবং নিউমিডিয়া প্রযুক্তির **তত্ত্ব** বিকাশের সাথে নারীদের সম্পর্ক, তাদের মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি জড়িত হয়ে পড়েছে। এছাড়াও নারীদের ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহারে সক্রিয় করে তোলার কথাও আসে। তবে, সামাজিক ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য যেভাবে বিদ্যমান সাইবার স্পেসে তা সাধারণের সম্মুখে এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তোলে। সোশ্যাল মিডিয়াতে নিগ্রহ, ইন্টারনেটে যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ ও ধর্ষণের কারিগর, শারীরিক মানসিক লাঞ্ছনা ইত্যাদির প্রবণতা প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। আরও স্পষ্ট করে বললে, মানুষ আজ সাইবার স্পেসে কোন না কোন ভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছে, বিশেষ করে নারীরা।

অনেকের মতে, এই সাইবার ফেমিনিজম্ একটি মিথ্, যার কোন উৎস নেই। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে সাইবার ফেমিনিজম্-এর কথা বলা হলেও তাকে রহস্যময় করার প্রবণতা নয় বরং সহজবোধ্য ভাবে সসীমের মধ্যে সাইবার ফেমিনিজমের অস্তিত্বের নির্দেশ করাই হল নারীবাদীদের কাজ। কর্নেলিয়া সোলফ্রাঙ্ক এই বিষয়টি *"The truth about cyberfeminism"* এর কথা বলতে গিয়ে এমনটায় ইঙ্গিত করেছেন।[২] মিয়া কনসালভো, *"Encyclopedia of New Media"*- তে সাইবার ফেমিনিজমের কথা বলতে গিয়ে বলেন,

> "সাইবার ফেমিনিজম্, যেখানে নারীরা প্রযুক্তির অধ্যায়নের দ্বারা সামাজ-সংস্কৃতির প্রযুক্তিগত বিকাশের অংশগ্রহণ করে। প্রযুক্তির যে পুংলিঙ্গবাচক (masculine) সংস্কৃতি যেখানে পুরুষরা বেশি প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী, ভালো সুতরাং পুরুষরা নারীদের থেকে বেশি নিযুক্ত থাকে- এই রুপ ভাবধারা থেকে মুক্ত করতে হবে।"[৩]

- এ তো সব উপর উপর কথা হল, এখন আমরা দেখি আসলে ফেমিনিজম্ কি?

ফেমিনিজম্ কি?

ফেমিনিজম্ কেবল নারী কেন্দ্রিক কোন মতবাদ নয়, এখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমতার কথা বলা হয়। নারী মাত্রই সে ফেমিনিস্ট হবে এমনটা যেমন নয় তেমনি পুরুষ মাত্রই ফেমিনিস্ট এমনটাও নয়, বরং দেখা যায় বহু পুরুষ

ফেমিনিজম্ ধারণাকে সমর্থন করে থাকে।[৪] কমলা ভাসিন, তাঁর বক্তৃতায় ফেমিনিজম্ চিত্রটি এই ভাবে প্রকাশ করেছেন, এটি এমন এক মতবাদ যেখানে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সমান আধিকার ও মর্যাদা থাকবে অর্থাৎ একজন পুরুষের যেমন অধিকার, মর্যাদা, কর্মদক্ষতা থাকবে তেমনি একজন নারীরও ঐরূপ আধিকার, মর্যাদা ও কর্মদক্ষতা আছে এবং তাকে একজন মানুষের মতো করে সমানভাবে দেখা উচিত।[৫] এই ফেমিনিস্টদের বক্তব্যটা যৌন-নিপীড়ন (Sexism), পুরুষতন্ত্র (Patriarchy), পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ (Phallogocentrism) মূলক ভাবধারার বিরুদ্ধে, কখনই কোন নারী অথবা পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। কোন নারী অথবা পুরুষ যখন পুরুষতন্ত্রের প্রতি প্রতিনিধিত্ব করে তখন ফেমিনিস্টরা সেই তন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ফেমিনিস্ট ভাবনা সমগ্র মানবজাতির উন্নতি কল্পে এবং বৃহত্তর অর্থে এটি সমতার প্রতি এক ভাবনা।

তবে ফেমিনিজম্‌কে সম্পূর্ণ রুপে না বুঝে বহু ব্যক্তি এর অপব্যাখ্যা করে থাকে। নারীদের মধ্যেও এই চিন্তা লক্ষণীয়, যারা ভাবে আমি নারী আমার কথা সবাইকে মানতে হবে তা না হলে আমি মিথ্যা অভিযোগ করে তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করে দেব। তারা নিতান্তই যেমন অগাস্ট ২০২১ উত্তর প্রদেশের লখনউ জেলায় একজন ওলা গাড়ি চালক দু'বেলা গাড়ি চালিয়ে সংসার চালান সেখানে একজন নারী নিজে নারীজাতি হবার দম্ভে সেই গাড়ি চালককে চড়ের উপর চড় মারতে থাকে এমনকি চালকের সারাদিনের উপার্জিত অর্থও কেড়ে নেয় এবং পরে সেই নারী থানায় গিয়ে অভিযোগ করে। তার অভিযোগ ছিল 'গাড়ি চালক খুব দ্রুততার সহিত গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং সিগন্যাল লাল থাকা সত্ত্বেও তাকে গিয়ে আঘাত করে'- যদিও সেই সময়কার সিসিটিভি ফুটেজ এর সাথে অভিযোগের মিল না থাকায় গাড়ি চালক রক্ষা পায়।[৬] সোশ্যাল মিডিয়াতে এই নিয়ে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন উঠে নারীদের ভূমিকা নিয়ে, নারী পুরুষ সমতার লড়াইয়ে যখন নারীদের সমান আধিকারের প্রসঙ্গ নিয়ে ফেমিনিষ্টরা বক্তব্য রাখে তখন পুরুষতন্ত্র মূলক ভাবধারার ব্যক্তিগণ এই সমস্ত উদাহরণ দেখিয়ে নারী অবদমনের কারণ দেখায়। আবার অন্যদিকে বহু পুরুষ এবং উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরাও নারীদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ নিয়ে ফেমিনিজম্ সম্পর্কে ভুল সংবাদ প্রেরণ করে থাকে, এরা পুরুষতন্ত্রের সমর্থন না করলেও ফেমিনিজমের ভূল ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফেমিনিস্টরা এই সকল বাক্তিদের কখনোই সমর্থন করে না। সুতরাং, ফেমিনিজম্ চিন্তাধারা সমতায় বিশ্বাসী। অন্যদিকে ফেমিনিজমের বিপরীত মনোভাব পুরুষতন্ত্রের ধারণাকে গভীরঅর্থে নিন্দা করে থাকে। অন্যায়, অনৈতিক, বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রবণতা, পুরুষতন্ত্র, পুংলিঙ্গবাচক ধ্যান ধারণা থেকে মুক্ত করাই ফেমিনিজমের একমাত্র লক্ষ্য। সাইবার স্পেসে এই ধরণের পুরুষতন্ত্র মূলক ভাবনাও মূল ফেমিনিজম্ ভাবনাকে আঘাত করে।

সাইবার ফেমিনিজম্ :

সাইবার (cyber) শব্দটি মূলত সাইবারনেটিক্স (cybernetics) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা নিয়ন্ত্রন (control) বা পরিচালনা (govern) করে জীব ও মেশিনের যোগাযোগের মাধ্যমকে। এই সাইবারনেটিক্সের মধ্যে অনেক দিক উন্মুক্ত, তবে প্রধানত প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের কি করনীয়! কিভাবে আমরা প্রযুক্তিগত নানান সমস্যা থেকে নিজেদের উন্নতি করব! ন্যায়গত, জ্ঞানগত, ধারণাগত ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত। আবার এই মূল্যবান সাইবারনেটিক্সের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বাস্তব সমস্যাগুলির কারণে ইন্টারনেট বা অন্যান্য প্রযুক্তিও হুমকির শিকার হয়, সেগুলি দমন কার্যেও নীতি নির্ধারকের ভুমিকাও পালন করে। তেমনি একটি পুরাতন সমস্যা নারীর মর্যাদা। যা আমরা সাইবার ফেমিনিজম্ বলে উল্লেখ করি।

সাইবার ফেমিনিজম্ কোনো নেটওয়ার্ক ফেমিনিজম্ থেকে উদ্ভূত এটি কোন আদর্শ বা মতবাদ নয়, বাস্তবিক জীবনে ঘটে যাওয়া ইন্টারনেট অথবা সাইবার স্পেসে বহুলাংসে আলোচিত বা সমালোচিত বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার, যার দ্বারা নারীদের প্রতি ন্যায্যতা ও তাদের স্বতন্ত্রতার উন্নতিকরণের প্রয়াস। সাইবার স্পেসে অথবা ইন্টারনেটে লিঙ্গ বৈষম্য ও বর্ণ বৈষম্য জাতীয় সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে সাইবার ফেমিনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি সুগভীর।

সাইবার স্পেসে নারী পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার বিদ্যমান। ব্যবসায়, শিক্ষায়, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এক অমূল পরিবর্তনের জন্য ইন্টারনেট থেকে শুরু করে সমগ্র সাইবার স্পেস ডোমেইনের যা কিছু সবকিছুকেই এক কাঠামোয় সংযোগ করে। সাইবার স্পেসের মধ্যে পুংলিঙ্গবাচক (masculine) নেতিমূলক চিন্তাধারার অগ্রগতি নয় বরং সমতার প্রকাশ প্রয়োজনীয়। সামাজিক কাঠামো এবং সাইবার ফেমিনিজমের কাঠামোগত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও উভয় ক্ষেত্রে নারী অবমাননা এক এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই মূল্য সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। এরজন্য কুয়াহ-পিয়ার্স, বিষয়টিকে এভাবে বলেছেন,

> "The information galaxy, the cyberspace and the Internet... are no longer viewed as a masculine space and tool as women have not only embraced but also used the cyberspace to negotiate and reframe themselves within existing social structure."[৭]

যা সামাজিক স্তরে সমস্যা তা সাইবার স্পেসেরও সমস্যা কারণ সাইবার স্পেসের অন্তরগত সকল বিষয় সামাজিক স্তরে অস্তিত্বশীল, পার্থক্য কেবল বাহ্যিক প্রতিফলনের। আধুনিকতার বিকাশ করতে হলে সমতার উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

ডোনা জে হারাওয়ে তাঁর "A Manifesto for cyborg" গ্রন্থে সাইবারনেটিক এবং অর্গানিজমের মিলিত এক সাইবর্গের ধারণার কথা বলেছেন। যার দ্বারা প্রথাগত লিঙ্গ, নারীবাদ ও রাজনীতির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রান্ত করে ফেমিনিস্টদের উত্তরোত্তর দৃষ্টির দিকে অগ্রসর হতে আহ্বান করেছেন। হারাওয়ে, স্বীকার করেন যে, নারীদের অনেক বেশি প্রযুক্তিগত দক্ষ, তথ্য অধিকরণের দ্বারা পুরুষতন্ত্র, যৌন নিপীড়ন ও পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ মূলক তন্ত্রের প্রতি সংপ্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে। মানুষ এবং প্রযুক্তির মিলনে সাইবর্গ যেমন সমস্ত রকম শারীরিক, মানসিক বাঁধা অতিক্রান্ত করে তেমনি নারীদের সকল বাঁধা অতিক্রান্ত করতে হবে। এই প্রযুক্তির জ্ঞান ছাড়া একবিংশ শতকে নারীপুরুষের সমতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বিশেষত, সময়ের সাথে প্রযুক্তির ব্যবহারের দ্বারা মানুষ আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। সভ্যতার উন্নতি সামগ্রিকভাবে তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর মধ্যে সকল প্রকার ভেদাভেদ থেকে মুক্তি হওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে নারী নিপীড়নের মতো বড়ো বড়ো সমস্যা সামগ্রিকতার ভাবনাকে আঘাত করে। ফলে আধুনিকতা, উন্নত সভ্যতা এই সব কিছু নামমাত্র হয়ে পরে।

বৈষম্য ও বৈষম্য উৎস :

বৈষম্য ও বৈষম্য উৎসের পন্থা এক নয়। বৈষম্য নারীপুরুষের মধ্যে যেমন বিদ্যমান তেমনি বিদ্যমান সাদা কালো রঙের মধ্যে আবার জ্ঞানী-অজ্ঞানী ভাবনার মধ্যেও। অনেক সময় বৈষম্য উৎস হিসাবে অবিদ্যাকে বলা হয়ে থাকে। মূলত মানুষ অবিদ্যার জন্যই জ্ঞানী-অজ্ঞানী রুপ আচরণ করে থাকে, সাদা-কালোর বিভেদ করে থাকে! কিন্তু প্রশ্ন হয় অজ্ঞতা বা অবিদ্যা থাকার কারণেই কি মানুষ এইরুপ আচরণ করে থাকে? উত্তরে বলা যায়, না; কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞতা থাকা এটা বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রবণতা নয়, অজ্ঞতা বা অবিদ্যা থাকার অর্থ কোন একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। একমাত্র মূকব্যক্তি বাদে পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই সাদা-কালো, উঁচু-নিচু, নারী-পুরুষ ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞান থাকে। বিভেদের সৃষ্টি হয় এক গোঁড়া মানসিকতার দ্বারা যেখানে জন্মের পর থেকেই একজন পুরুষকে পুরুষ, একজন নারীকে নারী, সাদা মানে ভালো কালো মানে মন্দ বলে সামাজিক মানুষ ব্যক্তির সামনে উপস্থাপন করে। এরফলে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য।

লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, সেক্স বা যৌন পরিচয় একটি জৈবিক বিষয় যা প্রকৃতি জাত যেখানে একজন নারী নুতন জীবন নিজের শরীরে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে এবং একটি পুরুষ নতুন জীবনের সঞ্চার করতে পারে। অপরদিকে, জেন্ডার সমাজ নির্ধারিত যেখানে পুরুষকে পুরুষের করনীয় কর্ম এবং নারীকে নারী হতে শেখানো হয় যা মনুষ্যকৃত বা আরোপিত। পুরুষতন্ত্র-এর ধারণাও একই রকমের এখানে একজন নারী নিজেকে পুরুষাধীন করে রাখতে চায় আবার একজন পুরুষ নারীকে নিজের অধীনস্ত করে রাখতে চায় যার ফলে সামাজিক

বৈষম্যের চিত্রগুলি আমদের সামনে ফুটে ওঠে। এ কারণে নারী বৈষম্য উৎস প্রকৃত অর্থে পুরুষতন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে সিমোন ডি বেউভোয়ার সেই বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে যায় "One is not born, but rather becomes, a woman."[৮] নারী পুরুষ দু'টি পৃথক সত্তা হলেও, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা একই সাথে কর্ম করবে, একই স্বাধীনতার দণ্ডে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে এবং একে অপরের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বের ন্যায্যতা খুঁজে নেবে, সবসময় প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকবে সকল ঝুঁকিপূর্ণ দুঃসাহসিকতার কাজ উভয় মিলে করবে। বেউভোয়ার ভাষায়,

> "Two separate beings, in different circumstances, face to face in freedom and seeking justification of their existence through one another, will always live an adventure full of risk and promise."[৯]

সুতরাং সাইবার স্পেসে একটি নারীকে প্রযুক্তির ধারণাগত অভাব থেকে মুক্ত হতে হবে পাশাপাশি তথাকথিত ছলনাময় জেন্ডার সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে।

প্রযুক্তির ব্যবহারে নারীর স্থান :

যান্ত্রিকতার ভিড়ে মানুষ হিসাবে নারী পুরুষের মধ্যে এই যে সমতার মনোভাব তা আজ অনেকটাই বিধ্বংসী। এখনও প্রত্যন্ত গ্রামের নারীরা পুরুষের সমান প্রযুক্তি ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত। ২০২১ সালে TrustRadius 'উইমেন ইন টেক রিপোর্ট' অনুযায়ী প্রযুক্তির ব্যবহার শেখার বিষয়ে নারীদের থেকে পুরুষদের কৌতূহল অনেক বেশি।[১০] তবে বর্তমানে নারীরা অনেক বেশি ইন্টারনেট, প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকলেও সংখ্যাটা পুরুষদের তুলনায় কম। ২০২০ একটি সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকায় ৫৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৪২ শতাংশ নারী এবং শহুরে এলাকায় ৪৩ শতাংশ নারী ও ৫৭ শতাংশ পুরুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন।[১১] ইন্টারনেটের ব্যবহার বিশ্ব প্রসিদ্ধ হলেও পুরুষতন্ত্র মূলক মনোভাব বহু নারীদের দূরে সরিয়ে রাখে, এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে দোষী করে। স্যাডি প্ল্যান্ট (Sadie Plant)-এর মতে,

> "The Internet is a quintessentially female technology. First, the values of the Internet, like the free exchange of information, the lessening of hierarchy, and the nurturing aspects of virtual communities, are female values. Second, networking technology is a final proof ... the Internet represents nothing less than the death of patriarchy"[১২]

কাজেই, নারী মাত্রই পুরুষদের সমান প্রযুক্তির ব্যাবহারের অধিকার থাকা উচিত। যন্ত্র বা প্রযুক্তির মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব কখনোই কাম্য নয়। যদি এই নিত্য নতুন প্রযুক্তি যেমন ইন্টারনেট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সুক্ষ প্রযুক্তির মধ্যেও লিঙ্গ বৈষম্য নীতি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সমাজে সবথেকে বঞ্চিত লিঙ্গ নারী হবে। কারণ এই সকল প্রযুক্তির দৌলতে সবল শক্তি মূলক মর্যাদা পাবে শুধু তাই নয়, নারীরাও অন্যায়ের প্রতি, নিপীড়নের প্রতি, অসমতার প্রতি নিজের আওয়াজ তুলতে সক্ষম হবে। যা পুরুষতন্ত্র মূলক ভাবধারাকে বিসর্জন করতেও সক্ষম হবে। নারীদের এই অন্যায়ের প্রতি গর্জে ওঠা আমরা দেখতে পাই, ২০১৭ সালে যৌন হেনস্থার উপর একটি সুদূরপ্রসারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, যা আমরা metoo-movement[১৩] বলে জেনে থাকি, যেখানে হার্ভে ওয়েইনস্টেইনের বিরুদ্ধে অসংখ্য যৌন - নির্যাতনের অভিযোগ সামনে আসার পর আমেরিকান অভিনেত্রী অ্যালিসা মিলানো টুইটারে পোস্ট করেছিলেন, "আপনি যদি যৌন হেনস্থার শিকার হন বা লাঞ্ছিত হয়ে থাকেন তবে এই টুইটের উত্তর হিসেবে 'metoo' লিখুন।"[১৪] এবং বহু জনগণ সামনে এসেছিল যারা কোন না কোনভাবে যৌন হেনস্থার শিকার।

আসলে প্রযুক্তির গণতান্ত্রিককরণ দ্বারা সমাজের বহু অংশে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও, পৃথিবীতে এমন কিছু স্থান আছে যেখানে পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা নারী-কে প্রযুক্তি থেকে দূর করে দিচ্ছে। ফলে সমাজের যে সকল স্থানে অত্যাচারমূলক ঘটনা ঘটে চলেছে তা অনেকাংশে চাপা পরে যাচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি ভালো উদ্দেশ্যে হল সমাজে অন্যায় অত্যাচারের প্রতি গর্জে ওঠা। উক্ত আন্দোলন থেকে প্রধানত সাইবার ফেমিনিজমের ধারণাটি গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সাইবার ফেমিনিজম্, সমাজে ঘটে চলা নারীদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের তথ্য গোটা বিশ্বের কাছে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-70
Website: https://tirj.org.in, Page No. 606-616
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপস্থিত করে যাতে করে সেই ঘটনা পুনরাবৃত্ত না হয়। এটা একপ্রকারের সচেতনতা যা মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করে। যা অন্যায় তা জনসম্মুখে তুলে ধরে এবং কঠোর শাস্তিদানের দ্বারা মানুষের নৈতিক দায়বদ্ধতাকে অনুশীলন করাই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে নারী নিপীড়ন, অত্যাচার, যৌন হেনস্থার মত বিভিন্ন বিষয় বর্তমানে ইন্টারনেট প্রযুক্তি দ্বারা সামনে এলেও, তা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়নি। সাম্প্রতিককালে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে ভারতে উত্তরপ্রদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা, যেখানে একজন ১৯ বছর-বয়সী দলিত মেয়ে ৪ জন উচ্চবর্ণের প্রতিবেশীদের দ্বারা গণধর্ষণ এবং নির্মমভাবে লাঞ্ছিত হয়, এবং কর্তৃপক্ষ মেয়েটির পরিবারের সম্মতি ছাড়াই রাতের অন্ধকারে তার দেহকে জোরপূর্বক দাহ করে।[১৫] ঘটনাকে কোনঠাসা করার বহু চেষ্টা সামনে এসেছিল সেই সময় কিন্তু ইন্টারনেট, প্রযুক্তির কারণে সোশ্যাল মিডিয়া তোলপার হয়ে উঠেছিল ফলে বিশ্বব্যাপী তীব্র নিন্দার জন্ম হয়েছিল। তা সত্ত্বেও জুলাই ২০২৩ সালে ভারতে মনিপুর অঞ্চলে জাতি দ্বন্ধের কারণে দু'ই জন নারীকে নির্বস্ত্র করে ধর্ষণ করা হল।[১৬] এছাড়াও এরকম ঘটনা বিরল নয় যে নাবালিকা কিশোরীকে গণধর্ষণ করে, তাকে হত্যা করে, সমাজের রক্ষাকর্তারা নিথর দেহটিকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে।[১৭] এরকম বহু ঘটনা যা সামনে আসে না, কিন্তু তার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় না। প্রশ্ন হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরাই কেন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়? শুধুমাত্র জীবতাত্ত্বিক শারীরিক গঠনের কারণে?

শুধু তাই নয় বর্তমান সময়ে সাইবার স্পেসে নারীরাই সব থেকে বেশি ট্রলিং এর শিকার হয়। নিলসন রিপোর্ট অনুযায়ী ৪০ শতাংশ ভারতীয় নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় ট্রলকে ভয় পান।[১৮] অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়া একজনের পুরো জীবন হাসির পাত্র করতে পারে আবার প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তার খ্যাতি বিশ্বের দরবারে তুলে দিতে পারে। খ্যাতি পাওয়ার লোভে বহু মানুষ এমন কিছু অপ্রীতিকর কাজ করে যা মানুষ হয়ে আদেও অভিপ্রেত নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় সকলেরই বাক্ স্বাধীনতা আছে কিন্তু এর অর্থ এই নয় মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা রুপে দেখিয়ে সকলের মন জয় করা বা অপ্রীতিকর ভাষার দ্বারা কাউকে আঘাত করা। সকলে ভাবতেই পারে সোশ্যাল মিডিয়াতে বলছি কিন্তু সামনা-সামনি তো বলছি না, সুতরাং তাতে কিছু আসে যায় না। এই ভাবনা অনেকটা স্বৈরাচারীদের মত। আসলে যেকোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় কৃত কর্ম মানুষকে এবং সমগ্র মানব জাতিকে আঘাত করার ক্ষমতা রাখে। একই ভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে নিগ্রহ, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, শারীরিক মানসিক লাঞ্ছনা-ফেমিনিষ্টদের শুধু নয় বরং সমগ্র মানব জাতিকে আঘাত করে থাকে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর মধ্যে সাউথ এশিয়ার অংশে ধর্ষণ মাত্রা প্রবল ভাবে সামনে আসে যার উপর ইউরোপ, আমেরিকার বহু প্রবন্ধ লক্ষ্য করা যায় যেখানে বলা হয় কিভাবে একটা পুরো 'ধর্ষণ চর্চা' (rape culture) অস্তিত্বশীল বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে।[১৯] তবে এটাও সত্য এই সমস্যা পুরো পৃথিবী জুড়ে, দেশ অনুযায়ী ধর্ষণের পরিসংখ্যান ২০২৩ এর রিপোর্ট বলে আমেরিকা, ইউরোপ ধর্ষণের মাত্রা সর্বাধিক।[২০] পাকিস্তানের পাঞ্জাব এলাকায় বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ জন করে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, তাই সেখানকার সরকার 'ধর্ষণ সঙ্কট' (Rape Emergency) ঘোষণা করেছে।[২১] তবে 'NCRB 2020' রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে ২০১৯ সাল থেকে মহিলাদের বিরুদ্ধে আপরাধ কমেছে। কাজেই পৃথিবীর বাকী দেশগুলি থেকে ভারতের জনঘনত্ব বেশি হওয়া সত্ত্বেও নারী স্বাধীনতার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যদিও ভারতবর্ষকে আরও উন্নতিসাধন করতে হবে।

যৌন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি কারণ হিসাবে ইন্টারনেট :

ইন্টারনেট মাধ্যম গুলির দ্বারা আমরা যৌন নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচার ইত্যাদি জানা অনেক সহজলব্ধ হয়েছে। যেখানে নারীদের বাক্ স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রিকরনের ভাবধারার সাথে উচ্চকণ্ঠে পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্লাটফর্ম। কিন্তু এই ইন্টারনেট প্রযুক্তিই কি কোন অংশে দায়ী নয়? এ যেন নিজেই সমস্যার বীজ বপন করে, নিজেই চারাগাছ নিয়ে মাতামাতি করে, এবং ফল নিজেই খায়!

মূল বিষয়টা হল, এই ইন্টারনেট, তথ্য প্রযুক্তি গুলির যেমন ভালো দিক আছে তেমনই এর খারাপ দিকগুলো অনেকটাই বেশি যা নিয়ে গভীরভাবে কেউই অবগত নয়। মূল সমস্যা হল, যৌন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির পিছনে ইন্টারনেট প্রযুক্তি অনেকাংশে দায়ী। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী স্বার্থন্বেষী কিছু ব্যক্তি নিজেদের লাভের কারণে বৈষম্য মূলক বা ভেদাভেদ মূলক নীতি ব্যবহার করে, যাতে করে সমাজের বহু মানুষ তাদের করা ফাঁদে পড়ে যায় এবং বৈষম্যমূলক আচার আচরণ করে এবং তাদের পুঁজির উৎস হয়ে উঠে। যেমন ধরা যাক, একটি নেটওয়ার্ক চ্যানেল রীতিমত একটি বস্তু বিক্রি করার জন্য অপ্রীতিকর ছবি বা ভিডিও তাদের বিজ্ঞাপনে প্রয়োগ করছে, যাতে ওই বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে কিছু অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু তারা এটা ভাবে না সমাজে তার কি প্রভাব পড়বে। এছাড়াও ওই সকল অপ্রীতিকর বিজ্ঞাপন যেখানে নারীর সম্মান, মর্যাদা বিষয়টি উহ্য রেখে, সমাজের মধ্যে একপ্রকার হিংসা, অরাজকতা নিয়ে আসে, ফলে সেটি বিভিন্ন চ্যানেল মাধ্যমে দেখিয়ে TRP (Television Rating Point or Target Rating Point) সংগ্রহ করে, চ্যানেলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে।

বর্তমানে এই সমস্যা নিয়ে কথা বলে পর্নোগ্রাফি, এবং এই মতবাদ নিন্দা করে ঐ সকল অশ্লীল বই, ছবি, প্রতিষ্ঠা, ওয়েবসাইট, সিনেমা, ইত্যাদি সকল বিষয়গুলিকে যা মূলত কামদ আচরণগুলিকে (erotic behavior) উদ্দিপিত করে থাকে। এই পর্ণগ্রাফি সমাজে নবচেতনার শিক্ষা দিয়ে থাকে। কারণ হাতের কাছে উপলব্ধ প্রযুক্তিগুলি এখন অনেক বেশি মাত্রায় মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে অপ্রীতিকর বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে মোবাইল অশ্লীলতা, বিজ্ঞাপনে যৌনতা, ওয়েবক্যাম মডেল, ইত্যাদি। ফলতঃ হিংসা বিদ্বেষ ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। এক কথায় তাদের মতে, কামদ আচরণগুলিকে উদ্দিপিত করার অর্থ হয় মানুষকে হিংস্র করে তোলা, না হয় অনৈতিক করে তোলা, যা মানুষকে তার বিবেকের দাস থেকে বঞ্চিত করে তোলে। তবে এই মতবাদ জীবগত সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে না, যা নারী পুরুষের সমতার নিরিখে বিচারের বিষয়। এবং এর মূলে একতা, সংগীত, প্রেম, ভালোবাসার প্রকাশ হয়।

তবে এই ইন্টারনেট প্রযুক্তিরও প্রয়োজন আছে- যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এখনো ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু নারী তাদের কণ্ঠস্বর সাইবার স্পেসে পৌছাতে পারে না। কারণ, এই সকল প্রযুক্তির ব্যবহার না জানা, সমাজের লাঞ্ছনা এছাড়াও নির্যাতিতার বক্তব্য সকলের সম্মুখে বলতে না পারার লজ্জা তাকে প্রায়শই ন্যায় বিচারের পথ থেকে সরিয়ে অন্ধকার কারাদণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে ফলে দোষীরা নিদ্বিধায় অপরাধ করে যায়। অপরাধের এই উৎস সমাজকৃত স্বার্থান্বেষী মানুষের বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ।

সাইবার ফেমিনিজমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা :

নারী স্বাধীনতা, নারী স্বতন্ত্রীকরণের উপর বিশ্বব্যাপী বহু আন্দোলন হয়েছে। তাসত্ত্বেও মানুষের গোঁড়া চিন্তাধারা থেকে উন্নতিকরণ সম্ভব হলেও সমগ্ররুপে তা ব্যর্থ। প্রযুক্তি, আইসিটি (ICT)-র ব্যবহারের মধ্যে নারী পুরুষের ভিন্নতা ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন অরাজকতা, সৃষ্টি হয়েছে ইন্টারনেটে বিদ্বেষ। মুক্ত-স্পেসে (Free-space) এক বা একাধিক অযৌক্তিক অশ্লীল মন্তব্য কেড়ে নিচ্ছে বিভিন্ন জীবন। এসব কিছুর কারণে সাইবার স্পেসে এবং ইন্টারনেটে বহু নারী এখন নানা ধরণের সাধারণ ক্রিয়াকলাপ থেকেই দূরে থাকতে চান। কিন্তু সমস্যার মধ্যে থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রেখে যেমন সমস্যার সমাধান হয় না, তেমনই সমস্যাকে ক্রমাগত বাড়তে দিলে সেই সমস্যা বৃহত্তর জীবনে ক্ষতিসাধন ছাড়া কিছুই করে না। এই সমস্যা সম্পূর্ণরুপে স্বতন্ত্রতার, যার মধ্যে স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ ও ক্ষমতায়ন অভাবে সমাজের একটি বিরাট অংশ নির্দ্বিধায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মানব সমাজের সেই বিরাট অংশ নারী। সাইবার স্পেসে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও নিজ স্ব-অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি অগ্রসর হয়ে আধুনিক বিশ্বে এক মিলিত বন্ধনের দ্বারা সমাজের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। যা নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও বুঝতে হবে।

যে কোন বিষয়ের চেতনা ন্যায়-অন্যায় বোধকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে, কিন্তু একজনের কাছে যা ভালো বা ন্যায় অপরের কাছে তা অন্যায় হতেই পারে। তবে সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রে যা ন্যায় তা কখনো অন্যায় হতে পারে না। নারী ও পুরুষের প্রকৃতি জাত চেতনার দ্বারা ভেদাভেদ মূলক বৈষম্য শেষ হতে পারে। একইসাথে সাইবার স্পেসে

নারী-পুরুষ মিলিত ভাবে পৃথিবীর সকল কাজে অংশগ্রহণ করলে প্রযুক্তির বিকাশ সম্ভব। ফলে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান এবং প্রয়োজনে সকলে মিলে অন্যায়, অপরাধের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে পারবে। প্রয়োজন শুধু পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের স্বতন্ত্রীকরণের। কাজেই, পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও প্রয়োজন বিকাশের এই অগ্রগতিকে সমর্থন করা এবং সাইবার স্পেসে অংশগ্রহণ করা। এছাড়াও, সৃষ্টি প্রকৃতিজাত যেখানে প্রকৃতিই মানুষকে নারী, পুরুষ রূপে সৃষ্টি করে, কিন্তু মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির কারণে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ক্রিয়াকলাপ করে থাকে ফলে বঞ্চিত হয় জ্ঞান, নৈতিকতা, সমাজের বিকাশ।

ভারতের মাটিকে মাতৃভূমি, জননী এবং মাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়, এরকম এক দেশে নারী অবমাননা কাম্য নয়। তবে ভারতের বার্তা এখানে উল্লেখযোগ্য, যেখানে বাইরের বহু দেশ নারীদের ঠিক হতে বলছে, নারীদের পোশাক পরিধানে, রাস্তায় চলাচল নিয়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে চলছে, সেখানে ২০১৪ সালে ১৫ আগস্ট ভারতের বার্তা "Correct Sons, Don't Question Daughter."[২২] যদিও ফেমিনিজম্ অনুযায়ী পুরুষতান্ত্রিক এবং পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ মূলক মনোভাব যা সমাজকৃত- তাকে বিনাশ করতে হবে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভেদ নয় বরং তারা একসাথে প্রকৃতি রাজ্যে এক বিধি প্রণয়নকারী সদস্য হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং ভারতের বার্তার দ্বারা চিন্তার সেই রূপান্তিকরণকে সমর্থন করতে হবে, যাতে করে ভবিষ্যতে নারীপুরুষের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যের মতো বিভেদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আধুনিক ভারতের সেই নারীপুরুষের সমতার দ্বারা বিকাশ, উন্নয়ন গভীরভাবে জড়িত। সাইবার ফেমিনিজম্ সেই ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট এবং তথ্য প্রযুক্তির জগতে নারী ও পুরুষ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এবং নিঃসন্দেহে, বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন স্পেস রিসার্চ থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক যন্ত্র নির্মাণে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও এমন অনেক গোঁড়া মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ আছে যেখানে নারীদের প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। বলা যায়, এর মূলে আছে পুরুষতন্ত্রমূলক ভাবধারা, যেখানে প্রযুক্তিগত অধিকারের প্রসঙ্গটি সমাজকৃত লিঙ্গের উপর নির্ধারণ করে দেখা হয়। প্রশ্ন হয়, এই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার উপায় কি? এর উত্তরে বলা যায়, প্রথমত, নারী ও পুরুষ উভয়কেই একসাথে সমাজের মধ্যে অবস্থিত পুরুষতন্ত্রমূলক চিন্তাধারাকে সমাপ্ত করতে হবে। কারণ, এই চিন্তাধারা নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও ক্ষতি করতে সমর্থ, এছাড়াও বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য 'মানুষের' প্রয়োজন- কোন 'ভেদাভেদ মূল্য লিঙ্গ বৈষম্যের' নয়। দ্বিতীয়ত, সমতার প্রসঙ্গ- বৃহত্তর অর্থে মানবতার পূর্ণ রূপদান তখনই সম্ভব হবে, যখন নারী-পুরুষ এক হয়ে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যখন 'ছোট আমি'-কে উত্তীর্ণ করে 'বড়ো আমি'-কে গ্রহণ করতে হবে। এই 'ছোট আমি'-র মধ্যে এই নারী-পুরুষ মূলক ভেদ লক্ষ্য করা য়ায়, 'বড়ো আমি' তো মানবতাযুক্ত মানুষ হয়। এবং তৃতীয়ত, প্রযুক্তির মাধ্যমই সবথেকে বড়ো মাধ্যম যেখানে জনগণের দ্বারা সকল অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবাদ করা যায় এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এক হয়ে #metoo -এর মতো আন্দোলন গড়ে তোলে। কাজেই, অন্যায়ের প্রতি নারী, পুরুষ উভয়কেই অ্যাক্টিবিস্ট(activists) হয়ে কাজ করতে হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথাই রেখে।

এছাড়াও, এই পেপারে আমরা দেখেছি নারীদের যৌন হেনস্থার কথা, অনলাইন যৌন নিপীড়ন, বিভিন্নভাবে নারীদের ট্রোলিং করা ইত্যাদি - যা নতুন কিছু নয়। এর থেকে মুক্তির উপায় কি? বলা যায়, নৈতিক পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি কখনোই এই প্রকার কাজ করে না। তাই মানুষের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নৈতিক বিকাশ প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হয়, নৈতিক পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি আমরা কাকে বলব? এবং কিভাবে এই অভ্যন্তরীণ নৈতিক বিকাশ সম্ভব? উত্তরে বলা যায়, নৈতিক পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি আমরা তাকেই বলব যার মধ্যে সাধারণ অর্থে অন্তত ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত রূপ নৈতিক বোধ আছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'বিবেকের' দাসে কর্ম করে, কান্টের ভাষায় যা 'সদিচ্ছা প্রণোদিত কর্ম'। আর এভাবে জীবন অতিবাহিত করার অর্থই হল মানুষের মধ্যে অভ্যন্তরীণ নৈতিক বিকাশ করা। একই সাথে বহু মানুষের মধ্যে বিবেকের বোধকে জাগিয়ে তোলা।

Reference :

১. Burkett, Elinor. and Brunell, Laura. "feminism". *Encyclopedia Britannica.* 27 August 2021, https://www.britannica.com/topic/feminism, Accessed 5 September 2023.

২. Sollfrank, Cornelia. "The Truth about Cyberfeminism."
https://obn.org/obn/reading_room/writings/html/truth.html. Accessed 2 January 2023.
"A myth is a story of unidentifiable origin, or of different origins. A myth is based on a central story which is retold over and over in different variations. This characteristic makes it fit current, postmodern needs very well. A myth denies ONE history as well as ONE truth [at this point you definitely know that the title of my lecture is meant ironically!] and implies a search for truth in the spaces, in the differences between the different stories. But speaking about Cyberfeminism as a myth is not intended to mystify it, it simply to indicate that Cyberfeminism only exists in the plural."

৩. Jones, পৃ. ১০৮-১০৯

৪. Connley, Connley. "Nearly 30% of men say progress toward gender equality has come at their expense, according to new report." *CNBC.* 13 Jul 2020
https://www.cnbc.com/2020/07/13/nearly-30percent-of-men-say-gains-toward-gender-equality-has-come-at-their-expense.html#:~:text=A%20century%20after%20the%2019th,released%20by%20Pew%20Research%20Center, Accessed 10 December 2022.

৫. "What is Feminism?- Kamla Bhasin's Key note speech at the International Seminar Interpreting Feminism vis-à-vis Activism" *Sangat Network.* 23 July 2019.
https://sangatnetwork.org/2019/07/23/what-is-feminism-speech/. Accessed 2 January 2023.

৬. Srivastava, Samarth. "Police serves notice to Lucknow woman who slapped cab driver Exclusive." *India Today.* 9 August 2021.
https://www.indiatoday.in/cities/lucknow/story/police-serves-notice-to-lucknow-woman-who-slapped-cab-driver-exclusive-1838478-2021-08-08. Accessed 15 August 2021

৭. Kuah-Pearce, 2008, p. 11

৮. Beauvoir, 2010, p. 14

৯. Beauvoir, 2010, p. 248

১০. "TrustRadius 2021 Women in Tech Report." *TrustRadius.* 8 March 2021.
https://www.trustradius.com/buyer-blog/women-in-tech-report. Accessed 15 January 2023.

১১. Basuroy, Tanushree. "Internet users in urban and rural India 2020, by gender." *Statista.* 24 Aug 2022.
https://www.statista.com/statistics/751167/india-urban-and-rural-internet-users-by-gender/ Accessed 15 January 2023.

১২. Channa, p-181

১৩. "MeToo movement." *Wikipedia.* https://en.wikipedia.org/wiki/MeToo_movement. Accessed 15 January 2023.

১8. Milano, Alyssa. "If you've been sexually harassed or assaulted write 'me too' as a reply to this tweet." *Twitter.* (Now it is called 'X') 15 October 2017. https://twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976?lang=en Accessed 18 January 2023.

১৫. Pandey, Geeta. "Hathras rape case: Prisoners in their own home, lives on hold, a village divided." *BBC News.* 29 September 2021. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-58706861. Accessed 17 January 2023.

১৬. Sharma, Neeta and Choudhury, Ratnadip, "In Manipur Horror, 2 Womwn Paraded Naked On Camera, Allegedly Gang-Raped" *NDTV.* 20 July 2023. https://www.ndtv.com/india-news/in-manipur-horror-2-women-paraded-naked-on-camera-allegedly-gang-raped-4223105, Accessed 28 July 2023.

১৭. "Violence erupts in Bengal's North Dinajpur over minor's rape, murder" *Hindusthan Times.* 23 Apr 2023. https://www.hindustantimes.com/india-news/west-bengal-violence-erupts-over-alleged-rape-and-murder-of-minor-demands-for-cbi-probe-and-justice-bjp-and-tmc-trade-barbs-101682187598588.html. Accessed 25 Apr 2023.

১৮. "40% Indian women fear online trolls as they access Internet: Nielson report" *Business Standard* 17 Dec 2019 https://www.business-standard.com/article/current-affairs/40-indian-women-fear-online-trolls-as-they-access-internet-nielson-report-119121700729_1.html Accessed 25 Apr 2023.

১৯. Shahid, Rudabeh and Sarkar, Kaveri and Khan, Azzem. "Understanding "rape culture" in Bangladesh, India, & Pakistan." *Atlantic Council.* 25 March 2021. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/understanding-rape-culture-in-bangladesh-india-pakistan/ Accessed 25 Apr 2023.

২০. "Rape Statistics by Country 2023." *World Population Review.* https://worldpopulationreview.com/country-rankings/rape-statistics-by-country. Accessed 25 July 2023.

২১. Pandey, Nikhil.(eds.) "With 4 to 5 rape cases daily, Pakistans Punjab declares 'rape emergency'." *WION.* 22 June 2022. https://www.wionews.com/south-asia/with-4-to-5-rape-cases-daily-pakistans-punjab-declares-rape-emergency-490546. Accessed 25 Aug 2023.

২২. "PM Modi on Rape Cases: Correct Sons, Don't Question Daughters." *NDTV.* 15 Aug 2014. https://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-on-rape-cases-correct-sons-dont-question-daughters-649181. Accessed 25 Aug 2023.

Bibliography :

Beauvoir, Simon de. *The Second Sex*. Translated by Constance Borde and Sheila Nalovany-Chevallier, Indroduction by Judith Thurman. New York: Vintage Books, 2010.

Channa, Subhadra. *Encyclopedia of Feminist Theory*, Volume 1. New Delhi: Genesis Publishing Pvt. Ltd. 2004.

Haraway, Donna J. *A Cyborg Manifesto: Science, technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century*, New York: Routledge, 1991.

Jones, Steve.(ed.) *Encyclopedia of New Media*. London:SAGE Publications. 2003

Kuah-Pearce, Khun Eng. *Chinese Women and the Cyberspace*. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2008